

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ডবইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'সপ্তবর্ণী' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ডবইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

রোগ	-	অসুখ, গীড়া, ব্যাধি।
ঝাড়া	-	একটানা।
ভাবনা	-	চিন্তা, মানসিক উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা।
মজার	-	আনন্দদায়ক, কৌতুকপ্রিয়।
মান্টার	-	শিক্ষক।
যথেষ্ট	-	খুব, অনেক, বাঞ্ছানুযায়ী।
ক্ষতি	-	লোকসান, হানি, অপচয়।
অসুবিধে	-	ঝামেলা, বাধা, বিঘ্ন।
ঝাপসা	-	আর্দ্রতা, অস্পষ্ট, অপরিচ্ছন্ন।
মন্ত	-	বিরাত, বিশাল, অনেক বড়।
আরামচেয়ার	-	আরামে বসার চেয়ার, আরামকুর্সি, আরাম কেরা।
চকচক	-	উজ্জ্বল বা দীপ্তি প্রকাশক।
হঠাৎ	-	সহসা, আচানক, অকস্মাৎ।
ঝুপঝাপ	-	ঝাপ দিয়ে পড়ার শব্দ, ক্রমাগত ঝুপ শব্দ।

বানান সতর্কতা (যেসব শব্দের বানান ভুল হতে পারে)

ঝাপসা, শিকারি, দক্ষিণ, ঘেঁষে, পোকামাকড়, নিমেষ, ঝটপটানি, গুঁজে, সাতার, পরিষ্কার, খোঁড়া, আঁচরে-পাঁচড়ে, ক্রমাগত, অঙ্ক, নকশা।

কর্ম-অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান



শিক্ষকের সহায়তায় নিজে করি



ক ▶ তোমার পছন্দের প্রাণীসমূহের তালিকা কর।

● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-২৯

উত্তর : আমি বিভিন্ন ধরনের প্রাণী পছন্দ করি। যেমন—

পাখি : কবুতর, টিয়া, শালিক, ময়না, চড়ুই, ঘুঘু, দোয়েল, বুলবুলি, ময়ূর, চিল, হাঁস, মুরগি, কাক, কোকিল, অতিথি পাখি ইত্যাদি।

পশু : গরু, ছাগল, মহিষ, কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া, হরিণ, বানর, খরগোশ, বাঘ, হাতি, গভার, কুমির ইত্যাদি।

পতঙ্গ : প্রজাপতি, ফড়িং, ভ্রমর, মৌমাছি ইত্যাদি।

খ ▶ বিভিন্ন সময় মানুষেরা কোন কোন প্রাণীর প্রতি কী ধরনের বিরূপ আচরণ করে থাকে?

● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-২৯

উত্তর : মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষই এ পৃথিবীকে শাসন করেছে। মানবিক গুণাবলির অধিকারী হলেও মানুষ অনেক সময় অমানবিক কাজে লিপ্ত হয়। আমাদের চারপাশে থাকা প্রাণিজগতের প্রতি অনেক মানুষ বিভিন্ন সময় বিরূপ আচরণ করে। মানুষের এই অমানবিক আচরণের জন্যই প্রাণিকুল আজ বিপন্ন।

নিজদের প্রয়োজন মেটাতে অনেকে গৃহপালিত পশু-পাখি পালন করে; কিন্তু সেসব প্রাণীর জীবন গৃহকর্তার মজির ওপর নির্ভর করে। যখন-তখন প্রাণী ধরে হত্যা করা মানুষের অতি স্বাভাবিক একটি ঘটনা। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে মানুষ প্রাণীর প্রতি বিরূপ আচরণ করে। নিজেরা আরামে থাকতে আমরা অন্য প্রাণীর শ্রম কাজে লাগাই; আমাদের চাহিদা মেটাতে আমরা যখন-তখন নির্বিচারে প্রাণী হত্যা করি। গরু দিয়ে হাল চাষ, ঘোড়া দিয়ে গাড়ি টানা ইত্যাদি কাজ করা হয়।

শিকারি	-	যে বা যারা অস্ত্রাদির সাহায্যে বনের পশু-পাখি শিকার করে।
এয়ারগান	-	পাখি শিকার করার বন্দুক।
চিন্তা	-	ধ্যান, উদ্বেগ, দুর্ভাবনা, আশঙ্কা।
বিশ্রাম	-	জিরানো, বিরাম, শ্রম দূরীকরণ।
জিনিস	-	দ্রব্য, বস্তু।
বুন্ধি	-	বিচার শক্তি, বোধ, যুক্তি।
খপ	-	অতর্কিতভাবে, আচম্বিতে, হঠাৎ, দ্রুত।
মলম	-	প্রলেপ, লেপে প্রয়োগ করার ওষুধ।
অভ্যাস	-	প্রতিনিয়ত আচরণজাত স্বভাব।
জোর	-	বল, শক্তি, ক্ষমতা।
সন্দেহ	-	সংশয়, ভয়, আশঙ্কা।
তেজ	-	শক্তি, প্রতাপ।
ভাগিয়ে	-	তাড়িয়ে।
অসাড়	-	অনুভূতিহীন, চেতনাহীন, অবশ, বোধশক্তিহীন।
ম্লান	-	গোসল, নাওয়া, সম্পূর্ণ অঙ্গা ধৌতকরণ।
আড়ালে	-	অন্তরালে।
অবাক	-	নির্বাক, বাকহীন।
ঝাঁক	-	পক্ষীপতঙ্গ বা মৎস্যাদির দল।

চোরা শিকারের দৌরাণ্ডে প্রাণিকুলের জীবন আজ বিপন্ন। শীতের সময় আমাদের দেশে অতিথি পাখি আসে উপযোগী আবহাওয়ায় স্বল্প সময় বসবাসের জন্য। কিন্তু নিষ্ঠুর ও লোভী মানুষের হাতে তারা প্রাণ হারায়। সরকারের নিষেধ থাকা সত্ত্বেও শিকারিরা তাদের ধরে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে। তাদের হাত থেকে আমাদের দেশি পাখিও নিরাপদ নয়।

এখন মানুষের কাছে বনের পশু-পাখি নিরাপদ নয়। এখানকার প্রাণিকুলও মানুষের দ্বারা আক্রান্ত। শিকারিরা বাঘ-হরিণ শিকার করে অর্থ উপার্জন করে। জীবন্ত ধরে বিদেশে পাচার করে দেয়। বনের পশু এনে চিড়িয়াখানার খাঁচায় বন্দি করে তাদের স্বাভাবিক বিকাশে বাধা দেয়। মানুষের এসব কর্মকাণ্ডের জন্য প্রাণীদের জীবন আজ বিপন্ন।

গ ▶ প্রাণীদের প্রতি উপযুক্ত মমত্ববোধ দেখানোর জন্য আমাদের আচরণে কী কী পরিবর্তন আনা উচিত? ● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-২৯

উত্তর : প্রাণীদের প্রতি মমত্ববোধ দেখানোর জন্য সর্বপ্রথম আমাদের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। নিজদের স্বার্থ হাসিলের জন্য প্রাণী হত্যা করব না। এদের বসবাসের এবং সৃষ্টি ও সাবলীল জীবনধারণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ আমাদেরই সৃষ্টি করতে হবে। অতিথি পাখিদের শিকার করা কিংবা ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না। এদের প্রতি সদয় আচরণ করতে হবে। গৃহপালিত পশুপাখির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা করতে হবে। আমাদের আচরণের এ ধরনের পরিবর্তন ঘটিয়ে তাদের প্রতি মমত্ববোধ দেখাতে হবে।



অনুশীলন



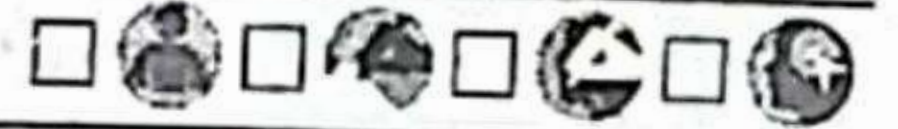
সেরা পরীক্ষাপ্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে সর্বাধিক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য এ গদ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি—এ তিনটি অংশে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি অংশে মাস্টার ট্রেনার প্যানেল প্রণীত প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি স্কুল পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর



পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি



বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সঠিক উত্তরটির বৃত্ত (●) ডরাট কর :

১. কুমুর ধারণা অনুযায়ী দিদিমা কাকে পাখিটি ফেলে দিতে বলবেন—

- ক) মা ● মঙ্গল
গ) লাটু ঘ) মাসিমা

২. লাটু পাখিটির ডানায় চুন-হলুদ বেঁধে দেয়। কারণ এটি—

- i. ক্ষতস্থানের জন্য উপকারী
ii. পাখিটির ডানা রঙিন করবে
iii. গ্রামীণ চিকিৎসা পদ্ধতি

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii ● i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

কবুতর পোষার শখ কামালের। শুরুতে এক জোড়া কবুতর সে খাচাতেই পুষত। বলতে গেলে একসময় এটা নেশায় দাঁড়িয়ে যায়। তাই কবুতরের আরামদায়ক বসবাসের জন্য কাঠের খোপ বানিয়ে দেওয়ালে টানিয়ে দিয়েছে কামাল। এখন তার পাঁচ জোড়া কবুতর।

৩. উদ্দীপকে 'পাখি' গল্পের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?

- ক) পাখি পোষার শখ ● পাখির প্রতি মমত্ববোধ
গ) পাখির প্রতি সমবেদনা ঘ) পাখির পরিচর্যার ব্যবস্থা

৪. উক্ত প্রতিফলিত দিকটি 'পাখি' গল্পের কোন চরিত্রসমূহে বিদ্যমান?

- i. মা-দিদিমা
ii. কুমু-লাটু
iii. লাটু-দিদিমা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii ● ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। সহপাঠীদের সাথে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে একটি বিড়াল ছানার করুণ ডাক শুনে থমকে দাঁড়ায় শ্রেয়সী। হঠাৎ দেখে রাস্তার পাশে একটি গর্তে একটি বিড়াল ছানা আটকে আছে। বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে শ্রেয়সী সেটিকে পরিষ্কার করে কোলে তুলে নেয়। বাড়িতে ফেরার পর শ্রেয়সীর সেবা-যত্নে বিড়াল ছানাটি যেন প্রাণ ফিরে পেল। খুব অল্প সময়ে সে তাদের পরিবারেরই একজন হয়ে উঠল। কিন্তু ওর ভাই সুজা তাকে সহ্য করতে পারত না, প্রায়ই মারধর করতো। একদিন শ্রেয়সী স্কুল থেকে ফিরে বিড়াল ছানাটিকে আর খুঁজে পেল না।

ক. হাঁসরা গিয়ে কোথায় নামল? ১

খ. কুমু-লাটুর মনে কোনো সন্দেহ রইল না কেন? ২

গ. শ্রেয়সীর মাধ্যমে 'পাখি' গল্পের কোনো বিশেষ দিকটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'সুজার মানসিকতা কুমু বা লাটুর মতো হলে বিড়াল ছানাটিকে হারাতে হতো না শ্রেয়সীর'— বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. হাঁসরা গিয়ে বিলের ওপর নামল।

খ. কুমু-লাটুর মনে কোনো সন্দেহ রইল না কারণ পাখিটি ক্রমাগত উড়তে লাগল।

গ. কুমু আর লাটুর সেবায় আর নিজের চেঁচায় পাখিটা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেছে। তার যে পাখায় গুলি লেগেছিল সেটি সেরে উঠেছে। এখন সে উড়তে পারে, তবে খুব ভালোমতো পারে না। একদিন বুনো হাঁসরা যখন উড়তে লাগল কুমুর পাখিও অনেকখানি উঁচুতে উড়ে গেল কিন্তু তখনই নেমে এলো। হাঁসেরাও নামল। সারা রাত বিশ্রাম করে পরদিন সকালে যখন আবার পাখিগুলো আকাশে উড়ল তখন পাখিটাও তাদের সঙ্গে নিল। তাদের থেকে একটু পিছিয়ে থাকল বটে, তবে কুমু-লাটুর মনে সন্দেহ রইল না যে সে যেভাবে উড়ছে, তাতে এখনই তাদের ধরে ফেলবে।

ঘ. শ্রেয়সীর মাধ্যমে 'পাখি' গল্পের প্রাণীর প্রতি মমত্ববোধের বিশেষ দিকটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

● মমত্ববোধ মানুষের একটি বিশেষ দিক, যা অন্য প্রাণীর প্রতি তার আচরণেও ফুটে ওঠে। এই মমত্ববোধের কারণে তারা পশু-পাখি পোষে। অসহায় পশু-পাখির সেবায়ত্ন করে এদের সুস্থ করে তোলে।

● 'পাখি' গল্পে কুমু এবং লাটুর মধ্যে পাখির প্রতি মমত্ববোধের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। একটি আহত বুনো হাঁসকে তারা সেবা-যত্ন করে সুস্থ করে তোলে। তাদের সহযোগিতার কারণেই পাখিটি সবরকম বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারে। 'পাখি' গল্পে প্রাণীর প্রতি এই মমত্ববোধ উদ্দীপকের শ্রেয়সীর মধ্যে ফুটে উঠেছে বিড়াল ছানাটিকে সেবা-যত্ন করার মধ্য দিয়ে। গর্তে পড়ে থাকা বিড়াল ছানাটিকে সে পরিষ্কার করে কোলে তুলে নেয়। বাড়িতে তার সেবায়ত্নে বিড়াল ছানাটি যেন প্রাণ ফিরে পায় এবং খুব অল্প সময়ে সে শ্রেয়সীদের পরিবারের একজন হয়ে ওঠে।

য. "সুজার মানসিকতা কুমু বা লাটুর মতো হলে বিড়াল ছানাটিকে হারাতে হতো না শ্রেয়সীর"— মন্তব্যটি যথাযথ।

● অধিকাংশ মানুষই পশু-পাখি পছন্দ করে, ভালোবেসে তাদের পোষে। কিন্তু এমন কিছু মানুষও আছে যারা এদের পছন্দ করে না। তাই কারণে-অকারণে এদেরকে প্রহার করে।

● উদ্দীপকে শ্রেয়সীর ভাই সুজা নিষ্ঠুর মানসিকতার অধিকারী। সুজার বোন শ্রেয়সী পশু-পাখি ভালোবাসলেও সে পছন্দ করে না। তাই রাস্তা থেকে তুলে আনা বিড়াল ছানাটিকে সে মারধর করে এবং এ কারণে বিড়াল ছানাটি তাদের বাড়ি থেকে চলে যায়। অন্যদিকে 'পাখি' গল্পে কুমু এবং লাটু উভয়েই পশু-পাখির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ও স্নেহপ্রবণ। তাই একটি বুনো হাঁসকে তারা সেবা-যত্ন করে সুস্থ করে তোলে।

● পশু-পাখিও আদর বোঝে, তাই যেখানে আদর-ভালোবাসা পায় সেখান থেকে সহজে যেতে চায় না। কিন্তু সুজার পশু-পাখির প্রতি কোনো ভালোবাসা নেই, যে কারণে বিড়াল ছানাটি হারিয়ে যায়। যদি সে কুমু-লাটুর মতো পশু-পাখিকে ভালোবাসতে পারত তবে শ্রেয়সীকে বিড়াল ছানাটি হারাতে হতো না।